



## 42321 - গর্ভধারণে প্রথম মাসগুলোতে গর্ভপাত করার হুকুম

### প্রশ্ন

গর্ভধারণে প্রথম মাসগুলোতে (১/৩) রুহ ফুকুকে দেয়ার পূর্বে গর্ভপাত করার হুকুম কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উচ্চ উলামা পরিষদে সন্ধিধান্ত নমিনরূপ:

- ১। যথাযথ শরয়ী কারণ ও খুবই সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ব্যতীত গর্ভস্থতি ভ্রুণ যত ধাপে হোক না কেন সটো নষ্ট করা নাজায়যে।
- ২। যদি গর্ভস্থতি ভ্রুণটি প্রথম ধাপে থাকে; প্রথম ধাপ হলো চল্লিশ দিনের সময়সীমায়; এবং গর্ভপাত করার মধ্যে কোন শরয়ী কল্যাণ থাকে কিংবা কোন ক্ষতি রোধকরণ থাকে তাহলে গর্ভপাত করা জায়যে হবে। পক্ষান্তরে এই সময়সীমার মধ্যে গর্ভপাতের কারণ যদি হয় সন্তানদের প্রতাপালনের ক্ষতি কিংবা তাদের জীবিকা ও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে ভয় কিংবা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশংকা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর যে কয়জন সন্তান আছে তারাই যথেষ্ট এগুলো; তাহলে গর্ভপাত করা নাজায়যে।
- ৩। যদি গর্ভস্থতি ভ্রুণ রক্তপণ্ডি বা মাংসপণ্ডি পরণিত হয় (সটো হয় দ্বিতীয় চল্লিশ দিনে ও তৃতীয় চল্লিশ দিনে) তাহলে সটো ভ্রুণ নষ্ট করা জায়যে নয়; যদি না কোন বিশ্বেস্ত ডাক্তারদের টীম এই সন্ধিধান্ত দেয় যে, এই গর্ভধারণ অব্যাহত রাখা মায়ে স্বাস্থ্যের জন্য হুমকাজিনক; যমেন গর্ভধারণ অব্যাহত রাখলে মায়ে মৃত্যু ঘটান আশংকা করা; সক্ষেত্রে এই আশংকাকে রোধ করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে হয়ে যাওয়ার পর গর্ভপাত করা জায়যে হবে।
- ৪। তৃতীয় ধাপের পর তথা চারমাস অতবাহতি হওয়ার পর গর্ভপাত করা বধৈ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না একদল বিশেষজ্ঞ বিশ্বেস্ত ডাক্তার এই মর্মে সন্ধিধান্ত দেয় যে, ভ্রুণটি মায়ে গর্ভে থেকে গেলে মায়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। এটা করা যাবে ভ্রুণটিকে বাঁচিয়ে রাখার সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার পর। গর্ভপাত করার অবকাশ এই শর্তগুলো পূরণ হওয়া সাপক্ষে এই ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে যে, দুটো ক্ষতির মধ্যে বড় ক্ষতিটিকে রোধ করা ও অপক্ষেপিত বড় কল্যাণটি আনয়ন করা।